

বাংলাদেশী মৌলবাদ স্বদেশে ও বিদেশে

শাহরিয়ার কবির

বিএনপির ঘাড়ে সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো সওয়ার হয়ে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে জামায়াতে ইসলামী ও তাদের সহযোগী অপরাপর মৌলবাদী স্পর্ধা, সহিংসতা ও দৌরাত্ম্য এত বেড়েছে যে, খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিনই তার নমুনা পাওয়া যাচ্ছে।

আওয়ামী লীগের আমলে ২/৩টি জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনের তৎপরতার কথা আমরা খবরের কাগজ পড়ে জেনেছি। '৯৯ সালের জানুয়ারিতে বরেন্দ্র কবি শামসুর রাহমানকে হত্যা করতে গিয়ে ধরা না পড়লে হরকতুল জেহাদের বিশাল নেটওয়ার্কের কথা জানা কঠিন হতো। এরপর কোটালীপাড়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভার মাঠে বোমা বসাতে গিয়ে ধরা পড়েছিল হরকতুল জেহাদের আরও কিছু চাই, তবে দলের নেতা মুফতি হান্নান পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। আওয়ামী লীগের আমলেই উদ্দীচীর সম্মেলনে, পল্টনে সিপিবির জনসভায় এবং বাংলা নববর্ষে রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ উৎসবে বোমা হামলার সঙ্গে জঙ্গী মৌলবাদীদের সম্পৃক্তির কথা গোয়েন্দা বিভাগ বলেছিল, খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল।

২০০১ সালে খালেদা জিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নিজামীরা বিএনপির ভোটে জাতীয় সংসদে সত্তেরোটি আসন হাতিয়ে নিয়েছেন, তাঁদের দোসর আমিনীরা পেয়েছেন দুটি। এতে তাঁরা এমনই আত্মহারা হয়েছেন যে, ভেবেছেন বাংলাদেশ বুঝি জিয়াউল হকের পাকিস্তান আর মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান হয়ে গেছে। ক্ষমতায় গিয়ে শুরু করলেন সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর নির্বাতন ও হত্যা। সবার আগে আমাকে জেলে ঢোকালেন, তারপর এক এক করে ঢোকালেন আমার বন্ধু, সহকর্মী ও সহযোগীদের, বিশেষ করে যাদের গায়ে মৌলবাদবিরোধিতার গন্ধ রয়েছে। হত্যার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকেননি। বর্ষীয়ান জ্ঞানতাপস অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীকে দিয়ে শুরু, তারপর ধারাবাহিকভাবে চলেছে এই হত্যাকাণ্ড, সর্বশেষ বলি হচ্ছেন বগুড়ার নির্মূল কমিটির অন্যতম সংগঠক প্রবীণ সাংবাদিক দীপঙ্কর চক্রবর্তী।

বাংলাদেশকে পাকিস্তান ভেবে মৌলবাদীরা আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়কে সরকারী-ভাবে অমুসলিম ও কাকের ঘোষণার জন্য কারবালার মতম শুরু করেছে। গত জানুয়ারিতে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের যাবতীয় প্রকাশনা সরকারীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা, এরপর শুরু করেছে তাদের মসজিদের ওপর হামলা। চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী আর খুলনাতে মৌলবাদী দুর্বৃত্তরা আহমদীয়া জামাতের মসজিদ দখল করে মসজিদের নামফলক মুছে উপাসনালয় লিখে দিয়েছে, লিখেছে আরও সব আপত্তিকর কথা। যেখানেই সুযোগ পাচ্ছে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষের ওপর নির্বাতন চালাচ্ছে, হত্যা করছে, কারণ তারা জানে আহমদীয়ারা কখনও পাকিস্তানের শিয়াদের মতো বদলা নেবে না। মারামারি আহমদীয়াদের স্বভাবে নেই, কেতাবেও নেই, তাই তারা মৌলবাদীদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে।

পাকিস্তানের মতো ব্রাশফেমি আইন চালুর দাবি নিজামী আগেই করেছিলেন, এবার বিএনপির এক সাংসদকে দিয়ে জাতীয় সংসদে এই বিল জমা দিয়ে রেখেছেন। সিভিল সমাজের প্রবল বিরোধিতার কারণে তখন এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করেননি বটে, বসে আছেন গদি ছাড়ার আগে ব্রাশফেমি আর শরিয়্যা আইন পাস করে যাবেন।

জনপ্রিয় লেখক ও অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের অপরাধ ছিল জামায়াতীদের মুখোশ উন্মোচন করে তিনি একটি উপন্যাস লিখেছেন। এরই জন্য এবারের বইমেলা শেষ হওয়ার আগের দিন কী নৃশংসভাবেই না তাঁকে চাপাতি আর তলোয়ার দিয়ে কোপাল মৌলবাদী ঘাতকরা! তখন মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এলেও তাঁকে বাঁচতে দেয়নি মৌলবাদীরা। একের পর এক ফতোয়া জারি করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, তাঁর একমাত্র ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্বাতন করেছে। সহ্যের শেষ সীমায় চলে গিয়েছিলেন আজাদ। প্রধানমন্ত্রী আর বিরোধী দলের নেত্রীকে খোলা চিঠি লিখে বলেছিলেন-‘আমি বার বার খুনের হুমকি পাচ্ছি, আমার পরিবারের সদস্যদেরও বিপদে ফেলা হচ্ছে, যা কোন মানুষের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। আমার পরিবারের সদস্যদের ও নিকটজনের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি না, কেননা তাদের মুখে ভয়ের স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই; মনে হয় তারা ছুরি, চাপাতি বা আগ্নেয়াস্ত্রের নিচে বাস করছে; মনে হয় চারদিক থেকে ঘাতকেরা তাদের ঘিরে ফেলছে, কিন্তু তাদের রক্ষা করার কেউ নেই।’

প্রধানমন্ত্রী কিছুই করেননি। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার জন্য হুমায়ুন আজাদ যাদের দায়ী করেছেন খালেদা জিয়ার গাঁটছড়া তাদেরই সঙ্গে বাঁধা।

মৌলবাদীরা ফতোয়া দিয়ে মৃত্যুদণ্ড জারি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র অধ্যাপকদের ওপর, রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর-এই অধমকেও রেহাই দেয়নি। খুলনায় সাংবাদিক হুমায়ুন কবির বালুকে হত্যার পর ঢাকায় মার্কিন রপ্তাদূত পর্যন্ত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, বালুকে মৌলবাদীরা হত্যা করেছে। মার্কিন রপ্তাদূত মনে করেন মৌলবাদীরা এরকম আরও অনেককে

হত্যা করতে পারে। এই লেখার সময় ঢাকায় জার্মান ও ফরাসী দূতাবাস যৌথভাবে জঙ্গী মৌলবাদের উত্থানের ওপর ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন করছে। এতে নিশ্চয় বহির্বিশ্বে খালেদা-নিজামীদের জোট সরকারের ভাবমূর্তি হীরের দুটি ছড়াচ্ছে না!

দেশের ভেতর মৌলবাদীদের দৌরাত্ম্যে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। বাংলাদেশের মাটি উর্বর বটে, তবে মৌলবাদের জন্য নয়।

খালেদা জিয়ার পানি পেয়ে নিজামীদের মৌলবাদী গাছের শেকড় দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে, স্কীত হচ্ছে সংগঠন। সিভিল প্রশাসন থেকে শুরু করে সামরিক-আধাসামরিক বিভাগ, গোয়েন্দা বিভাগ, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান-এমনকি পাড়ার ক্লাবে পর্যন্ত তাদের শেকড় ছড়িয়ে পড়ছে। ক্ষমতায় এসে বিএনপিওয়ালারা টাকা বানাচ্ছে, জামায়াতীরা সংগঠন বাড়াচ্ছে। জোট সরকার প্রশিকার মতো এনজিওদের ব্যাংক একাউন্ট ফ্রীজ করেছে, কাজী ফারুকদের শ্রেফতার করে মাসের পর মাস জেলে রেখেছে, পাশাপাশি সারাদেশে ব্যাংকের ছাতর মতো ইসলামী এনজিও গজাচ্ছে। জঙ্গী মৌলবাদীদের গোপন সংগঠনের সংখ্যা দুই ডজন অতিক্রম করেছে। শরিয়া আদালত বসিয়ে ১৫/১৬টি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে স্বঘোষিত জঙ্গী মৌলবাদী বাংলা ভাই এখন উত্তরবঙ্গ থেকে সরে এসে সেমি-আভারগ্রাউন্ডে আছে, তৎপরতা এতটুকু কমেনি। এ সবই ঘটছে বেগম খালেদা জিয়ার অশেষ করুণায়।

জামায়াতে ইসলামী ও তাদের দোসরদের মৌলবাদী তৎপরতা বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার ভেতর আবদ্ধ নেই। গত বছরই আমাদের এক পাকিস্তানী বন্ধু জানিয়েছেন-জেনারেল মোশারফের হাতে মার খেয়ে জামায়াতীরা তাদের হেড কোয়ার্টার পাকিস্তান থেকে